তোহফায়ে
লাইলাতুম্ মুবারাকাহ

অধ্যক্ষ মুফ্‌তি আলহাজ্ব আবু তাইয়্যিব
মোহাম্মদ নূর উদ্দিন জংগী

بسم الله الرحمن الرحيم

Allah Subhanahu Wa Ta'ala said about
DUROOD (Blessing) AND SALUTATION

إِنَّ اللّٰهَ وَ مَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِىِّ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ۔

INNAL-LAHA WA MALAIKA TAHU YOU SALLUNA ALAN NABI YA AIU HALLAJINA AMANU SALLU ALIHI WA SALLIMU TASLIMA.

Meaning : Surely Allah, alongwith His angels, showers blessings upon prophet Muhammad (Sallallahu Alaihe Wasallam). Oh Believers! send blessing upon him and salute him with honour. (Order of Almighty, Quran-33-36).

Prophet Muhammad (sallallahu Alaihe Wasailam) said, "If anyone sends on Blessings upon me, Almighty sends ten Blessings upon him, forgives ten sins and raises Ten degrees in Paradise". (Hadith by Hazrat Anas R.A)

* We have been told by Holy Prophet Muhammad, (Sallallahu Alaihe Wasallam) that 'Durood' is itself 'Light' and when light enters into the soul, every aspiration is achieved and every goal is won.
* Allah has given power to one of His angels to hear the talk of all creations. That angel has been appointed on my grave, till the Day of Judgement. When a person sents 'Durood upon me, the angel tells me his name and his father's name. (Hadith)
* Don't you realise that Almighty, alongwith His angles, is doing this work (showering blesssings upon Muhammad, Sallallahu Alaihe Wasallam)
* Why don't you follow Almighty Allah and His angel's?

MAY ALLAH LEAD US TO TRUE KNOWLEDGE, 'Ameen"

তোহ্ফায়ে
লাইলাতুম্ মুবারাকাহ্

প্রণেতা ঃ

অধ্যক্ষ মুফ্তি আবু তাইয়্যিব মোহাম্মদ নূর উদ্দিন জংগী

সাবেক প্রিন্সিপাল ঃ

গাউছিয়া একাডেমী ওল্ডহাম, ইউ.কে।

প্রধান উপদেষ্টা ঃ

আহ্‌লে সুন্নাহ ইসলামী ফাউন্ডেশন, ওল্ডহাম, বার্মিংহাম ইউ.কে এবং
আহ্‌লুস সুন্নাহ ইসলামী সুসাইটি, লাভভরা, লেস্টার ইউ.কে।

সাবেক সভাপতি ঃ

আঞ্জুমানে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, হবিগঞ্জ।

সাবেক প্রিন্সিপাল

দারুল ইসলাম রহমানীয়া ফাজিল আলীয়া মাদ্রাসা, চুনারুঘাট, হবিগঞ্জ

ও

সাবেক অধ্যক্ষ

হলিয়ার পাড়া জামেয়া ইসলামীয়া সিনিয়র মাদ্রাসা, জগন্নাথপুর, সুনামগঞ্জ।

প্রকাশক ঃ-

মোঃ ছাইফুল হাছান (শায়খুল)

লন্ডন প্রবাসী

সাং-মোহাম্মদপুর

পোঃ- মোহাম্মদপুর

জিলা ঃ মৌলভীবাজার

বাংলাদেশ।

বিলাতের ঠিকানা ঃ

৪, টরেন্টো রোড

বাকল্যান্ড

পোষ্ট মাউল যুক্তরাজ্য

ফোন ঃ ০২৩৯২৬৩৯৯০২

প্রাপ্তিস্থান ঃ

Md. Ariful Hasan (Nabil)

4, TORONTO ROAD

PORTS MAUTH. U.K

কম্পিউটার ডিজাইন ঃ

আল্পনা গ্রাফিক্স

কালীবাড়ী ক্রস রোড, হবিগঞ্জ

মুদ্রণ ঃ

প্রাইম অফসেট প্রেস

বাণিজ্যিক এলাকা (সওদাগর মসজিদ ভবন), হবিগঞ্জ।

সহযোগিতায় ঃ

১। জনাব মোঃ ফরমুজ আলী (প্রাক্তন চেয়ারম্যান), পোষ্ট মাউথ, যুক্তরাজ্য।

২। আলহাজ্ব রব্বান মিয়া (মুন্সি সাহেব) উত্তর মূলাইম, মৌলভীবাজার

৩। মোঃ আঃ মুছাব্বির আবারডিন, স্কটল্যান্ড।

৪। মোঃ হামিদুর রহমান ফাহিম, আবারডিন, স্কটল্যান্ড।

সূচী পত্র ঃ

বিষয়	পৃষ্ঠা
১. দোয়া	৪
২. বাণী	৫
৩. ভূমিকা	৬
৪. মাহে শা'বানের মহাত্ব এবং শব-এ বরাতের ফজিলত	১০
৫. লাইলাতুল বরাতের বিভিন্ন নামকরণ	১৪
৬. লাইলাতুল বরাতের আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য হাদীসে কারীমাসহ আইম্মাদের আমল ও আক্বিদা	১৭
৭. লাইলাতুল বরাতের নফল নামাযের দু'একটি নিয়ম	৩০
৮. লাইলাতুল বরাতের নামায ও রোযার নিয়্যত	৩১

দোয়া

আমার মরহুম পিতা আলহাজ্ব মোঃ ইমতিয়াজ হাসান (ইন্তাজ মিয়া), সাং মোহাম্মদপুর (মাউনপুর) পোঃ মোহাম্মদপুর, জিলা ঃ মৌলভীবাজার) সাহেবের আত্মার মাগফিরাত কামনায়, আলহাজ্ব, আল্লামা মুফতি এ,টি,এম নূর উদ্দিন জংগী সাহেব প্রণিত, লাইলাতুম মুবারাকাহ নামক কিতাব খানা প্রকাশ করার প্রয়াস পেয়েছি। পাঠক মহলের নিকট সবিনয় আরজ পবিত্র শবই বরাতের মহা রজনীতে আমার আব্বাজানের জন্য খাছ দোয়া প্রার্থনা কাম্য।

আরজ গোজার
প্রকাশক
মোহাম্মদ ছাইফুল হাছান
(শাইখুল)

বিশ্ববিখ্যাত আলেমেদ্বীন, শায়খল হাদিস, উস্তাদুল উলামা, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশের সাবেক ডাইরেক্টর, ঢাকা মুহাম্মদপুর কাদ্বরিয়া তৈয়্যবিয়া আলীয়া মাদ্রাসার প্রাক্তন অধ্যক্ষ, সুন্নীয়তের অতন্ত্র সিপাহ সালার, বহু গ্রন্থ প্রণেতা, আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের মহাসচিব ও বাংলাদেশ ইসলামী ফ্রন্টের চেয়ারম্যান-

আল্লামা হাফেয মোহাম্মদ আব্দুল জলিল

(এম.এম, এম.এ, বি.সি.এস সাহেবের)।

বাণী

হযরতুল আল্লামা মুফ্তী আবু তাইয়্যিব মোহাম্মদ নূর উদ্দিন জংগী সাহেবকৃত "তোহ্ফায়ে লাইলাতুম্ মোবারাকাহ্" নামক গ্রন্থখানা পাঠ করিয়া খুশী হইলাম। কোরআন সুন্নাহ মোতাবেক বিশুদ্ধ বর্ণনার মাধ্যমে লেখক শবে বরাতের গুরুত্ব ও ফাজায়েল এমন সময় প্রকাশ করিয়াছেন, যখন আন্তর্জাতিক অঙ্গণে বাতিলপন্থীরা শবে বরাত ও মিলাদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর বিরুদ্ধে লেখনীর মাধ্যমে অপপ্রচার চালিয়ে যাইতেছে। অত্র পুস্তিকার মাধ্যমে আল্লাহ জাল্লা শানহু তাবারাকা ওয়া তা'য়ালা তাঁহার প্রিয় হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উছিলায় এবং আউলিয়ায়ে কেরামের নেক দো'য়ার বরকতে সরলপ্রাণ মুসলমানদেরকে রক্ষা করুন, আমিন।

অধ্যক্ষ হাফেজ এম.এ. জলিল

মহাসচিব, আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামায়াত ও

চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ ইসলমী ফ্রন্ট।

তাং ১০/০৯/২০০৩

ভূমিকা

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

اَلَا بِذِكْرِ اللّٰهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوْبُ۔

অর্থ ঃ "হুসিয়ার! আত্মার শান্তি একমাত্র আল্লাহার যিকিরেই নিহিত"। শান্তির একমাত্র কেন্দ্র বিন্দু হইল মানুষের রুহ্ বা আত্মা। সেই রুহের শান্তি কেবল আল্লাহ পাকের যিকিরেই নিহিত। সেজন্যই দুনিয়ার সব মানুষই একমাত্র আউলিয়ায়ে কেরাম ও দরবেশদেরই ধন্য জীবন, সার্থক জীবনের অধিকারী হিসাবে মানতে বাধ্য। আর ঐ পরম শান্তি লাভ হয় পরম আত্মার সান্নিদ্ধ লাভের মাধ্যমে। রুহ বা আত্মার মরণ নেই, উহা কেবল স্থান বদল করে মাত্র।

আল্লাহপাক পবিত্র হাদিসে কুদসীতে ইরাশাদ করিয়াছেন, আমার বান্দারা যখন আমার নৈকট্য অর্জনের জন্য নফল ইবাদত করিতে করিতে আমার সন্তুষ্টি লাভে সক্ষম হয় তখন-

فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يَبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا-رواه البخارى-

"নফল ইবাদতের কঠোর সাধনায় আমার বান্দাগণ আমার প্রিয় পাত্র হইয়া যায়। আর আমি যখনই কাউকে প্রিয়তম হিসাবে গ্রহণ করি, তখন তাঁহার শ্রবণ শক্তি আমি নিজেই হইয়া যাই, যেই শক্তি দ্বারা সে শ্রবণ করে। আমি তাঁহার দর্শন শক্তি হইয়া যাই, যেই শক্তি দ্বারা সে দেখে। আমি তাঁহার হাত হইয়া যাই, যেই হাতে সে কাজ করে। আমি তাঁহার চলন শক্তি হইয়া যাই, সেই শক্তি দ্বারা সে চলে। (বুখারী শরীফ)

উপরোক্ত হাদিস শরীফ দ্বারা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হইয়া গেল যে, বান্দার মধ্যে সিফাতে খোদা ওয়ান্দী বা আল্লাহর কুদরতী গুণাবলী যখন প্রকাশ পায়, তখন ঐ বান্দা নিকট ও দূরের সকল বস্তু দেখিতে পারেন এবং দূর ও কাছের সকল আওয়াজ শুনিতে পারেন। আর দূরে ও কাছের অবস্থানে মুহুর্তের মধ্যেই যাইতে অথবা অবস্থান করিতে পারেন।

নফল বন্দেগীর দ্বারাই কেবল ঐ সমস্ত স্থরে বান্দা উপনিত হইতে পারে। তাই

আম্বিয়া, আউলিয়া, সকলেই আমরণ নফল ইবাদত ও রিয়াজতে কঠোর সাধনা করিয়া গিয়াছেন এবং পরম আত্মার সাথে মিশিয়া অগণিত অলৌকিক শক্তি জগৎবাসীকে দেখাইয়া ইসলামের বিজয় নিশান তামাম জাহানে উড়াইয়াছেন।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় আজ পবিত্র মক্কা মদিনাসহ সমগ্র মুসলিম দুনিয়ায় কেবল ফরজ নামজ কত রাকাত, আর রমজানের ৩০ রোযা ব্যতীত অন্য কোন নফল ইবাদত যেমন যিকির-আযকার, দুরুদ-সালাম, নফল নামাজ, সুন্নাত নামাজ, তিলাওয়াত, তাছবিহ্-তাহ্লিল্ ইত্যাদির তেমন তোয়াক্কা ও গুরুত্ব নাই। বরং দোয়া মুনাজাত, হালকা যিকির, শবে বরাত এর ইবাদত, শবে মিরাজের ইবাদত বা ঐ সব তারিখে নফল রোযা-নামাজকে একেবারে বিদাত ও গুনাহর কাজ বলিয়া জগণ্য ফতোয়া দেওয়া হইতেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন্ জালিক।

গায়েবের সংবাদ দাতা, বিশ্ব নবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভবিষ্যৎ বাণী অনুযায়ী ১১০০ হিজরীতে আরবের নজ্দ হইতে শয়তানের শিং তথা মোহাম্মদ বিন আব্দুল ওয়াহাব নজ্দীর কুখ্যাত ওয়াহাবী ফিত্নার আবির্ভাব ঘটিয়াছে এবং প্রকৃত দ্বীন ইসলাম যাহা ছাহাবায়ে কেরামগণ স্বয়ং আল্লাহ ও তাঁহার প্রিয় হাবিব হইতে শিক্ষালাভ করিয়া জগৎ বাসীকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। সেই দ্বীন ইসলামকে বিকৃত করার ঘৃণ্য অপচেষ্টায় লিপ্ত হইয়াছে এবং শয়তানী তৌহিদের নামে আম্বিয়া, আউলিয়াদের অনুসৃত খাটী দ্বীনকে তাঁহারা শির্ক বেদাত বলিয়া ফতোওয়া জারী করিয়া মুসলিম সমাজকে চরম বিভ্রান্তির মধ্যে ফেলিয়াছে। কুখ্যাত ওয়াহাবী ফেতনা সারা মুসলিম দুনিয়া প্লাবিত করিয়া এমনকি ওয়াহাবীরা পবিত্র মক্কা মদিনা দখল করিয়া তথাকার মুসলমানকে মুশরিক ফতোওয়া দিয়া নির্বিচারে হত্যা করিয়াছে।

ঐ পথভ্রষ্ট নজদীরা শবে বরাত, শবে মিরাজ এর ইবাদতকে পর্যন্ত বেদাত ও শিরক ফতোওয়া দিতেছে। নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক। সেজন্য আজ দেখা যায় পবিত্র মক্কা মদিনা শরিফেও পবিত্র শবে বরাতের এবং শবে মিরাজের কোন নাম নিশানাও নাই।

আমাদের দেশের খারিজী ওয়াহাবীগণ পবিত্র ইসলামের বহুপূণ্য কাজকে শির্ক বেদাত ইত্যাদি জঘণ্য ফতোওয়া দিয়া বন্ধ করিয়া দিয়াছে এবং অহরহ বন্ধ করিয়া চলিয়াছে। অথচ আফসোসের বিষয় হইল ঐ সব পূন্যের কাজগুলো স্বয়ং রাছুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমল করিয়াছেন। এবং উম্মতে

মুহাম্মদীকে তাহা করার জন্য কাউলি হাদিসে তাগিদ করিয়াছেন। ওয়াহাবীদের জগণ্যতম ফতোওয়া স্বয়ং নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও রেহাই দেয় নাই। যেমন শবে বরাতের নফল ইবাদত বন্দেগী। ওয়াহাবী-মওদুদী জামাত শবে বরাত পালন করা এবং ঐ রাত্রে ইবাদত করা বিদাত বলিয়া থাকে। তাহাদের ভাষ্য হইল "শবে বরাত বলিতে ইসলামে কিছুই নাই এবং পবিত্র কুরআনে উহার কোন প্রমাণও নাই" নাউজুবিল্লাহি মিন জালিক।

দ্বীন ও ঈমানের ঐ দুশমনদের অপ-প্রচারে সাধারণ মুসলমানরা বিভ্রান্ত হইয়া অনেকেই শবে বরাতের মত মহা-পূন্যময় রাত্রির ফজিলত, রহমত ও মাগফিরাত হইতে বঞ্চিত হইতেছেন।

নবী, সাহাবী, তাবেয়ী, তবে-তাবেয়ী, মুজতাহিদীন, শুহাদা, ছালেহীনদের আমল তথা চৌদ্দশত বৎসর হইতে পালন করিয়া আসা ধর্মের ঐতিহ্যবাহী ঐ মহা মহিম মহোৎসবকে গুনাহ মনে করিয়া বন্ধ করিয়া দিতেছে।

এহেন পরিস্থিতিতে নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করা একজন মুমিনের কর্তব্য নহে। বিগত ২০০০ ইং সাল হইতে এই যুক্তরাজ্যে বিভিন্ন শহরের বাঙ্গালী মসজিদে যাওয়ার সুযোগ হইয়াছে। সেই সুবাদে আমি অনেক মসজিদের ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান অবলোকন করিয়াছি। দুঃখ ও পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসল্লীগণ সবাই হানাফী, সুন্নী তথা খাটি ঈমান আক্বিদায় বিশ্বাসী থাকিলেও ইমাম ও খতিব দেখা গিয়াছে খারিজি, ওয়াহাবী ও মওদুদী এবং ঐ ইমামই বন্ধ করিয়া দিয়াছে মিলাদ শরীফ, দোয়া (আযানের পর হাত উঠিয়ে), যিকির-আয্‌কার এমনকি শবে বরাতের ইবাদত পর্যন্ত।

প্রিয় পাঠক,

ওয়াহাবী-খারিজীদের বেঈমানী হইতে সাধারণ মুসলমানদেরকে রক্ষা করার মানসে কিঞ্চিত সহায়তা করার জন্য আমি কুরআন, হাদীস, তাফছীর ও বিভিন্ন গ্রহণযোগ্য কিতাবাদী হইতে পবিত্র শবে বরাতের মরতবা ও মহাত্ত্ব সম্পর্কে অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে সহজ সরল বাংলা ভাষায় সর্বসাধারণের সম্মুখে তুলিয়া ধরার চেষ্টা করিয়াছি। আশা করি নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে এবং দলীয় সংকীর্ণতার উর্ধ্বে থাকিয়া যদি কেহ আমার এই রিছালাখানা (ছোট্ট কিতাব) অধ্যয়ন করেন, তা হইলে শবে বরাত সম্পর্কে সঠিক ধারণা অর্জন করিতে পারিবেন। আর বিরুদ্ধবাদীদের সকল ষড়যন্ত্র এবং ধোকাবাজীর জাল ছিন্ন হইয়া যাইবে। ইনশাআল্লাহ।

আমার একান্ত কামনা প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর একজন উম্মতও যদি বাতিলের হামলা হইতে রক্ষা পান, আর পবিত্র শব বরাতে আল্লাহর ইবাদ বন্দেগী তথা নফল নামাজ, রোজা, কুরআন তিলওয়াত, দুরুদ,

আছতাগফার, যিকির আযকার, মিলাদ মাহ্ফিল আদায় করিয়া, জীবনের ছগিরা-কবিরা গুনাহ মাফ করিয়া জান্নাতের উপযুক্ত নেক বান্দাদের তালিকায় নাম লিখাইতে পারেন এবং আপনাদের প্রতি সময়ের মোনাজাতে অধমের জন্য দোয়া করেন। তবেই আমার শ্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।

পরিশেষে ওলামায়ে হক্ক এর খেদমতে আমার সবিনয় আরজ, ভুলত্রুটি হওয়া স্বাভাবিক। তাই যদি কোথাও শরিয়তের দৃষ্টিতে ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হয় তাহা হইলে অধমকে সংশোধনের জন্য অবগত করিবেন। খোদার কাছে সকলের জন্য একই প্রর্থনা, হে খোদা! উম্মতে মোহাম্মাদী সকলকে তুমি ছিরাতুম মুসতাকীম তথা আম্বিয়া, ছিদ্দীক্বীন, শুহাদা ও ছালেহীন বা আউলিয়ায়ে কেরামদের অনুসৃত সঠিক পথে পরিচালিত কর। যে পথের সন্ধান তুমিই আমাদেরকে দেখাইয়াছ। যেহেতু তুমিই বলিয়াছ, "ছিরাতাল্লাজীনা আন্আম তা আলাইহিম" অর্থাৎ, হে খোদা! তুমি তোমার পুরস্কার প্রাপ্তদের পথে আমাদেরকে চালাও। আর সেই পুরস্কার প্রাপ্তদের পরিচয়ও তুমি পাক কালামে বর্ণ করিয়াছ ঃ

أَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّنَ وَالصِّدِيقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِيْنَ (القران)

অর্থ ঃ-"আল্লাহ তা'আলা আম্বিয়া, ছিদ্দিকীন (সাহাবায়ে কেরাম) শুহাদা (শহীদগণ) ছালেহীন বা আউলিয়াগণকে পুরস্কার দান করিয়াছেন"। এই চার দল পুরস্কার প্রাপ্তদেরই প্রদর্শিত পথ হইল اهل السنة والجماعة (আহ্লুস সুন্নাত ওয়াল জামায়াত) হে খোদা! আপনি দয়া কারিয়া সবাইকে আহ্লে সুন্নাতের আদর্শ তথা সিরাতুম মুছতাকীম নসীব করুন।

আমীন। বেহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরসালিন।

গ্রন্থাকার

আলহাজ্ব মুফ্তি আবু তাইয়্যিব মোহাম্মদ নূর উদ্দিন জংগী।

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

মাহে শা'বানের মাহাত্ম এবং শব-এ বরাতের ফজিলত

মহান রাব্বুল আলামীন তাঁহার প্রিয় হাবিব রাহ্‌মাতুল্লিল আলামীনকে ওয়াদা দিয়াছেন (القران) وَلَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى অর্থাৎ "ওগো আমার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমি আপনাকে অতি সত্ত্বর এতই দান করিব, আপনি তাহাতে রাজী ও খুশি হইয়া যাইবেন"। আল্লাহ পাকের ঐ দান হইল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর জন্য মাক্বামে মাহ্‌মুদাহ্ ও শাফায়াতে কুবরার অধিকার প্রদান করা। দয়াল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আমার একটি উম্মতও যদি জাহান্নামে থাকে আমি রাজী বা খুশি হইব না। সুবহানাল্লাহ! কি সুন্দর প্রেম আল্লাহ ও তাঁহার বন্ধুর মধ্যে কেননা নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইলেন আল্লাহর হাবিব। আর হাবিবুল্লাহ শব্দের প্রকৃত অর্থ হইল-

اَلْحَبِيْبُ الَّذِىْ يَكُوْنَ فِعْلُ اللّٰهِ بِرِضَائِهٖ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -

অর্থাৎ হাবিবুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইলেন তিনি যাঁহাকে খুশি করার জন্য আল্লাহ পাকের কার্য্যাবলী সংঘটিত হয়। এক কথায় যাঁহাকে খুশি করিতে আল্লাহ রাজী এবং প্রস্তুত। মাহ্‌বুবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পাপী উম্মত দোযখে থাকিলে মাহ্‌বুবে খোদা খুশি হওয়ার উপায় নাই। সেজন্যই স্বয়ং রাব্বুল আলামীন অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার প্রিয় হাবিবের উম্মতকে বিশেষ বিশেষ কিছু নিয়ামত দান করিয়াছেন। ঐসব নিয়ামতের ক্বদর করিলে একজন মুমিনও দোজখে থাকিবেনা এবং হাবিবে খোদা মাশুকে এলাহী দয়াল নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামও সন্তুষ্ট হইয়া যাইবেন। আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআন মজীদে ইরশাদ করিয়াছেন -

يَوْمَ لَا يُخْزِى اللّٰهُ النَّبِىَّ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ (القران)

অর্থাৎ হাশরের বিচারের দিনে আল্লাহ পাক তাঁহার প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অপমান করিবেন না। এবং নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম -এর খাঁটি মুমিন উম্মতকেও অপমান করা হইবে না (আল-কুরআন)। জাহান্নামীরা কতই লাঞ্ছিত ও অপমানিত উহার হিসাব নাই অথচ মাবুদের ওয়াদা হইল হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও তাঁহার উম্মতকে অপমান করা হইবে না। কারণ উম্মতে মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম

বহু কল্যাণ ও উছিলা প্রাপ্ত। ঐ সব উছিলা তালাশ করা মাত্রই তাঁহারা মুক্তির সনদ পাইয়া পার হইয়া যাইবেন। তন্মধ্যে একটি হইল পবিত্র শব-এ বরাত। আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করিয়াছেন-

حٰمٓ-وَالْكِتٰبِ الْمُبِيْنِ- اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبٰرَكَةٍ - اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ-

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ (سورة د خان) الق

অর্থাৎ উজ্জ্বল কিতাবের শপথ। নিশ্চয়ই আমি (স্বয়ং আল্লাহ্ তা'আলা) ইহা বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি। নিশ্চয়ই আমি ভয় প্রদর্শনকারী।

এই মহান রাত্রিটিতে সকল হেকমতপূর্ণ কর্মের ফায়সালা করা হয়। (আল্ কুরআন, সুরাহ্ দুখান)

উপরোক্ত আয়াতে করীমার তাফসীর বা ব্যাখ্যায় বিভিন্ন তাফসীর এর কিতাবে বর্ণনা করা হইয়াছে যে, এখানে "লাইলাতুম মুবারাকাহ্" শব্দ দ্বারা পবিত্র শবে বরাতকে বুঝানো হইয়াছে। (তাফসীরে ক্বাদিরী ২য় খন্ড ৪১৩ পৃঃ তাফসীরে হুসাইনী, তাফছীরে জালালাইন শরীফ দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত আয়াতে করীমার তাফসীরে বর্ণিত আছে যে, শব-এ বরাত হইল ঐ সব মহা বরকতময় রাত্রির মধ্যে একটি রাত, যে সকল রাত্র আল্লাহ্ তাঁহার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর উম্মতকে দান করিয়াছেন। তাফছীরে কাশ্‌শাফ এর প্রণেতা লিখিয়াছেন যে, পবিত্র হাদিছে বর্ণিত আছে, যদি কোন ব্যক্তি শব-এ বরাত এর রাত্রিতে মোট একশত রাকাআন নফল নামায আদায় করে, আল্লাহ্ পাক ঐ বান্দার নিকট একশত রহমতের ফেরেশ্‌তা প্রেরণ করেন, ঐসব ফেরেশ্‌তা উক্ত নামাজীর সাথে থাকেন। ঐ একশত ফেরেশ্‌তার মধ্য হইতে ত্রিশ জন ফেরেশ্‌তা ঐ নামাজীকে জান্নাতের সুসংবাদ প্রদান করেন। আর ত্রিশজন ফেরেশ্‌তা ঐ নামাজীকে দোযখের আজাব হইতে অভয় দান করেন। ত্রিশজন ফেরেশ্‌তা ঐ নামাজীকে দুনিয়ার যাবতীয় বিপদ-আপদ বা মুছিবত হইতে হেফাজত করেন এবং অবশিষ্ট দশজন ফেরেশ্‌তা ঐ নামাজী ব্যক্তিকে শয়তান মরদুদের ওয়াছ ওয়াছা হইতে নিরাপদ রাখেন এবং ঐ সকল ফেরেশ্‌তা সারা রাত উক্ত বান্দার উপর নিয়ামত বণ্টন করিতে থাকেন।

(তাফছীরে হুসাইনী, তাফছীরে কাদেরী ২য় খন্ড, তাফছীরে সাভী সুরাহ দুখান ঃ ৪১৩ পৃঃ দ্রঃ)

আল্লাহ তা'য়ালার পবিত্র কালাম কুরআন মজীদের সুরা দুখান (২৫ পাড়া) ৩ ও ৪নং আয়াত যথা-

اِنَّآ اَنْزَلْنٰهُ فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ-فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ-

আয়াতে করীমার বাংলা তরজুমা হইলঃ নিশ্চয়ই আমি এই কুরআন শরীফকে বরকতময় রজনীতে অবতীর্ণ করিয়াছি। নিশ্চয়ই আমি ভয় প্রদর্শনকারী। এই মহান রাত্রিটিতে যাবতীয় হেকমতপূর্ণ কর্মের ফায়ছালা করা হয়।

আয়াতে করীমার তাফছীর যাহা জগৎ বিখ্যাত গ্রহণ যেগ্যা মুতাবার তাফছীর গ্রন্থ সমূহ হইতে সংকলন করা হইয়াছে। উহা নিম্নরূপ ঃ

উপরোক্ত দুখানা আয়াতের ব্যাখ্যায় তাফছীরে খাজিনে বর্ণিত আছে-

وَقِيْلَ هِىَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلىٰ سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ الاَكْثَرَ اُمَّتِى مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِىْ كَلْبٍ اَخْرَجَهُ التِّرْمِزِىْ -

অর্থাৎ বরকতময় রাত্র বলিতে এখানে শাবানের ১৫ই তারিখ এর রাত্রকে বুঝানো হইয়াছে, হযরত উম্মল মুমিনীন আয়শা ছিদ্দিকাহ (রাঃ) হইতে হাদিস বর্ণিত আছে যে, তিনি বলিয়াছেন, হযরত নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, নিশ্চয় মহান আল্লাহ তা'য়ালা শাবানের ১৫ তারিখের রাত্রে অর্থাৎ শবে বরাতের রাত্রে দুনিয়ার আকাশে জাল্ওয়া পুরুজ করেন অর্থাৎ আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও ঐ লাইলাতুল বরাতে পৃথিবীর আকাশে নূরানী জলওয়া প্রকাশ করেন এবং বনি কলব গোত্রের ছাগলের পশম পরিমাণ গুনাহগার ব্যক্তির গুনাহ ক্ষমা করিয়া দেন। হাদিস খানা তিরমিযি শরীফে বর্ণিত হইয়াছে। (তাফ্সীরে খাজিন ৪র্থ খন্ড ১১৬ পৃঃ উপরোক্ত আয়াতে করিমা দ্রষ্টব্য)

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ উক্ত কিতাবে ঐ আয়াতের তাফছীরে ঐ রাতকে লাইলাতুর ক্বদর বলিয়া একদল মুফাচ্ছিরীন (ব্যাখ্যাকার) অভিমত ব্যক্তি করিয়াছেন। ইহাতে দুই রকম অভিমত পরিলক্ষিত হয়। কেহ বলিয়াছেন কুরআন শরিফে বর্ণিত লাইলাতুম মুবারাকাহ হইল লাইলাতুল ক্বদর, যেই রাত্রিতে কুরআন অবতীর্ণ হইয়াছে।

অপর আরেকদল মুফাচ্ছিরীন (ব্যাখ্যাকার) বলিয়াছেন, লাইলাতুম মুবারাকাহ হইল লাইলাতুর বরাত, শাবানের মধ্যবর্তী রাত্র বা শবে বরাত। প্রশ্ন হইল সঠিক মত কোনটি?

উত্তরে আমরা বলিব অঠিক কোনটাই নহে। রাইছুল মুফাচ্ছিরীন, উম্মতের মহাজ্ঞানী হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) উক্ত সূরাহ দুখান এর ৩নং আয়ত ঃ

فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ-

অর্থ এই রাতে যাবতীয় হেকমত পূর্ণ কর্মের কাফছালা করা হয়।

ইহার তাফছীরে বলিয়াছেন-

وَعَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ اَنَّ اللّٰهَ يَقْضِى الْاَقْضِيَةَ فِى لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَيُسَلِّمُهَا اِلىٰ اَرْبَابِهَا فِىْ لَيْلَةِ الْقَدْرِ-

অর্থাৎ নিশ্চয় আল্লাহ পাক আগত বৎসরের যাবতীয় হেকমত পূর্ণ বিষয়, তাক্বদীর সংক্রান্ত বিষয়াদীর ফায়ছালা লাইলাতুল বরাতে বা শবে বরাতেই করেন, কিন্তু উহা কার্য্যকর করার জন্য শবে ক্বদরের রাত্রিতে দায়িত্বশীল ফেরেশ্‌তাগণের দায়িত্বে অর্পন করিয়া দেন। (তাফছীরে খাজিন ৪র্থ খন্ড ১১৬ পৃঃ দ্রষ্টব্য)

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) এর অভিমতে কত সুন্দর ফয়ছালা হইল। সকল মুফাচ্ছিরীনে কেরামদের মতামতই নিজ নিজ দাবীতে সঠিক। কোনটাই অঠিক নহে। আর সাহাবায়ে কেরামগণের আদর্শ মতামত সবগুলোই সঠিক। অন্য সব কিছুই অঠিক হইতে পারে কিন্তু সাহাবায়ে কেরামগণই সঠিক। সেজন্য স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا اَنَا عَلَيْهِ وَ اَصْحَابِىْ অর্থাৎ আমিও আমার সাহাবাগণ যে আক্বিদা, আমল ও আদর্শের উপর আছি কেবল মাত্র সেই আদর্শই সঠিক আর সবই অঠিক। সাহাবায়ে কেরামকে যাঁহারা অনুরসণ করিবে শুধু তাহারাই হইবে নাজী বা নাজাত প্রাপ্ত হক্ক দল। পক্ষান্তরে যাহারা সাহাবায়ে কোরামের অনুসরণ ছাড়িয়া দিবে তাহারাই হইবে জাহান্নামী বা পথ ভ্রষ্ট বাতিল ফের্কা। কারণ নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুসরণের দাবী সকলেই করিবে কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সাহাবায়ে কেরামের অনুগমনই নবী পাব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর অনুগমন।

যাহারা ফিত্‌না বাজ গুমরাহ কেবল তাহারাই বলিয়া থাকে শবে বরাত কুরআন শরীফে নাই। তাহারা কুরআন শরীফ এর অসীম তাৎপর্য সম্পর্কে নিরেট মূর্খ। হাকিকতে ধর্মের যাবতীয় বিষয়সহ জলে-স্থলে, পাহাড়ে-পর্বতে, এক কথায় সৃষ্টির আদী-অন্ত যাবতীয় জ্ঞান পবিত্র কুরআনে রহিয়াছে। আল্লাহ পাক পবিত্র কালামে ইরশাদ করিয়াছেন-

وَلَا رَطْبٍ وَّلَا يَابِسٍ اِلَّا فِىْ كِتَابٍ مُّبِيْنٍ- القران

অর্থাৎ জলে আর স্থলের যাবতীয বিষয় বস্তুর বর্ণনা পবিত্র কুরআনেই নিহিত আছে। তাহা ছাড়া হাদিস শরীফে যাহা ব্যক্ত হইয়াছে তাহাও পাক কুরআনেরই ব্যাখ্যা বিশ্লেষন। হাদিস হইল কুরআনের বিশ্লেষণ কারণ পবিত্র কুরআন হইল

সংক্ষিপ্ত মুজমাল ওহি, আর হাদিস শরীফ হইল মুফাচ্ছার বা ব্যাখ্যাকৃত ওহি উভয়টিই ওহি, এই বিষয়ে আল্লাহ পাক ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْىٌ يُّوْحٰى - القران

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার নিজের পক্ষ থেকে বানিয়ে স্বেচ্ছায় কিছুই বলেন না। যাহা তিনি বলেন, সবই খোদা প্রদত্ত ওহি। তাই শবে বরাত পালন স্বয়ং রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম করিয়াছেন আল্লাহর নির্দেশেই। কুরআনে নেই যাহার বলিয়া থাকে তাঁহারা কত পড় জগন্য পথভ্রষ্ট তা কি নিজেরা কোনদিন ভাবিয়া দেখিয়াছে?

হাদিস হইল ওহি-এ গায়রে মাতলু যাহা নামাযে তেলাওয়াত করা যায় না। আর কুরআন হইল ওহি-এ মাতলু যাহা নামাযে তেলাওয়াত করা যায়।

ওহি-এ মাতলু কুরআন শরীফ জিব্রাঈল ফিরিশ্‌তার মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ হইতে আসিয়াছে, আর ওহি- এ গায়রে মাত্‌লু হাদিস শরীফ, উহা কোন মাধ্যম ছাড়াই নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এর ক্বল্‌ব মুবারকে স্বয়ং খোদা তা'আলাই প্রেরণ করিয়াছেন। (নুরুল আনোয়ার নামক উসুলের কিতাব দ্রষ্টব্য)

লাইলাতুল বরাতের বিভিন্ন নামকরণ ঃ

তাফছিরে রুহুল মা-আনী ত্রয়োদশ খন্ড (১৩খন্ড) সুরাহ দুখান এর فِىْ لَيْلَةٍ مُّبَارَكَةٍ এই আয়াতে কারিমার ব্যাখ্যায় বর্ণিত আছে-

وَقَالَ عَكْرَمَةُ وَجَمَاعَةٌ - هِىَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَتُسَمّٰى لَيْلَةُ الرَّحْمَةِ وَاللَّيْلَةُ الْمُبَارَكَةِ وَاللَّيْلَةُ الصَّكِ وَاللَّيْلَةُ الْبَرَاءَةِ الخ-

অর্থাৎ হযরত আকরামাহ সহ এক জামাত মুফাচ্ছিরীনে কেরাম বলিয়াছেন যে, লাইলাতুম মুবারাকাহ বলিতে কুরআন শরীফে বর্ণিত ঐ রাত যাহার নাম শবে বরাত, আর ঐ বরাত রাত্রের ৪টি নাম রাখা হইয়াছেঃ

(১) লাইলাতুর রাহ্‌মাতি বা রহমতের রাত (২) লাইলাতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত (৩) লাইলাতুছ ছাক্কি বা অঙ্গিকারের রাত (৪) লাইলাতুল বরাআতি বা মুক্তির রাত। (তাফছীরে রুহুল মা-আনী ১৩ খন্ড, ১১ পৃঃ দ্রঃ)

তাফসীরে রুহল বয়ানে বর্ণিত আছে যে, আম্বিয়া আলাইহিমুছ ছালাম (নবীগণ) যে রকম একজন অপর জনের চাইতে বেশী মর্যাদাবান আছেন ঠিক তেমনি ভাবে চন্দ্র মাস গুলোও একটি অপরটি হইতে মর্যাদাবান আছেন। যাহাতে করিয়া মুমিনেরা আত্মসুদ্ধির জন্য ঐ দিন ও মাসের দিকে আগ্রহশীল হইয়া আল্লাহর ইবাদত বেশী বেশী করেন। আল্লাহর ইবাদত বন্দেগী করিতে পারাও

আল্লাহরই বিশেষ অনুগ্রহ, যাঁহাকে আল্লাহ যতটুকু দয়া করিবেন ততটুকুই সে পাইবে। (তাফছীরে রুহুল বয়ান, (আরবী) ৮ম খন্ড, ৪৪৬ পৃঃ দ্রঃ)

وَقَالَ بَعْضُ الْمُفَسِّرِيْنَ الْمُرَادُ مِنَ اللَّيْلَةِ الْمُبَارَكَةِ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَلَهَا اَرْبَعَةُ اَسْمَاءٍ- لَيْلَةُ الْمُبَارَكَةِ- لَيْلَةُ الرَّحْمَةِ-لَيْلَةُ الْبَرَاءَةِ- لَيْلَةُ الصَّكِّ-

অর্থাৎ কতেক মুফাচ্ছিরীনে কেরাম, কুরআন শরীফের উক্ত আয়াত لَيْلَةٌ مُّبَارَكَةٍ দ্বারা শাবান চাঁদের মধ্যরাত্রী বা শবে বরাতই উদ্দেশ্য বলিয়া মতামত ব্যক্ত করিয়াছেন এবং ঐ লাইতুম মুবারাকাহ বা বরকতময় রাত্রটির কয়েকটি নাম রহিয়াছে। আর তাহা ইইল ঃ

(১) লাইলাতুম মুবারাকাহ (বরাতময় রাত) (২) লাইলাতুর্ রাহমাতি (রহমতের রাত) (৩) লাইলাতুল বারাআতি (মুক্তির রাত) (৪) লাইলাতুছ ছাক্কি (অঙ্গিকারের রাত)। (তাফছীরে রুহুল বয়ান (আরবী) ৮ম খণ্ড ৪৪৭ পৃঃ)

কাল, দিন, স্থান, মাস ইত্যাদি একটি অন্যটির মর্যাদায় সমান নহে। বরং একটি অপরটি হইতে ফজিলত পূর্ণ হইতে পারে। আরাফাত ময়দান আর টঙ্গির ময়দান সমান নহে। মসজিদে হারামে এক রাকাতে লক্ষ রাকাতের সওয়াব, আর মসজিদে নববীতে এক রাকাতে ৫০ হাজার রাকাতের সওয়াব পাওয়া যায় এবং মস্‌জিদে আকছাতেও এক রাকাতে ৫০ হাজারের সওয়াব মিলে, অথচ অন্য কোন মসজিদে এত সওয়াব পাওয়া যাইবে না। অনুরূপ ভাবে ১২টি চন্দ্র মাসের মধ্যেও ফজিলতের পার্থক্য রহিয়াছে।

তাফছীরে রুহুল বয়ান শরিফে বর্ণিত আছে যে, রমদানুল মুবারক অন্য সকল মাসের চাইতে উত্তম। কেননা এই মাসে লাইলাতুল ক্বদরে পবিত্র কুরআন শরিফ অবতীর্ণ হইয়াছে। অতঃপর মর্যাদা হইল রবিউল আউয়াল মাসের। কেননা এই মাসে স্বয়ং রাহমাতুল্‌লীল্ আলামীন দুনিয়াতে মানব ছুরতে আগমন করিয়াছেন। অতঃপর রজব মাস ফজিলত পূর্ণ। কেননা উহা হইল শাহ্‌রুল্লাহ্ বা আল্লাহর মাস। অতঃপর মাহে শাবান শ্রেষ্ঠ, কারণ শাবান হইল আল্লাহর হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাস, যেহেতু এই মাসেই আমল ও আযল বা হায়াত-মউত নির্ধারিত হয়। (রুহুল বয়ান (উর্দু) ১৩ খন্ড ২৯০ পৃঃ দ্রঃ

শবে বরাতকে লাইতুল মুবারাকহ এজন্য নাম রাখা হইয়াছে যেহেতু এ রাতে আমল ক্বারীগণের উপরে বেশী বেশী করিয়া খায়ের ও বরকত নাজিল হয়, যেমনি ভাবে নাযিল হয় শবে ক্বদরে। আল্লাহর কুদরতে আরশ হইতে সাত জমিনের তলদেশ পর্যন্ত বরকত নাযিল হইয়া থাকে এবং এই রাতেই "খাতিরাতুল ক্বদস" নামক বেহেস্তের এক বিশেষ মাক্বামে ফেরেস্তাদের ইজ্‌তেমা বা সমাবেশ হইয়া থাকে।

কাশফুল আছরার নামক কিতাবে লিখিয়াছেন যে, ঐ রাতকে লাইলাতুম্ মুবারাকাহ এজন্য নাম রাখা হইয়াছে, যেহেতু ঐ রাতে কল্যাণ ও বরকত অধিক পরিমাণে দান করা হয় এবং সারা রাত্র দোয়া ক্ববুল করা হয় এবং প্রার্থীকে দান, মুজতাহিদ বা সাধনা কারীগণকে মারেফাত, অনুগতদেরকে পূণ্য, পাপীদেরকে ক্ষমা, আশিকগণকে কেরামত্ প্রদান করা হইয়া থাকে। সমস্থ রাত ব্যাপী আকাশ ও জান্নাতুল আদনের দরজা খুলিয়া রাখা হয়। আর জান্নাতুল খোলদের বাসিন্দাগণ দরজায় আসিয়া বসেন এবং আম্বিয়া, আউলিয়া ও শুহাদাগণের রুহ্ সমূহ আলায়ে ইল্লিনে আমোদ প্রমুদে লিপ্ত হইয়া থাকেন। আর প্রতিনিয়তই ঘোষণা করা হয়, কেহ আছ কি গুনাহ হইতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী, তাহার গুনাহ ক্ষমা করা হইবে। কেহ আছ কি সাওয়ালকারী তাঁহাকে দান করা হইবে। ইত্যাদি (রুহুল বয়ান ২৯২ পৃঃ ১৩ খন্ড উর্দু দ্রষ্টব্য)

লাইলাতুর রহমাত, রহমতের রাত্রি আর লাইলাতুল বরাআত মানে মুক্তির রাত্রি, আর লাইলাতুছ ছাক্কি অর্থাৎ অঙ্গিকার এর রজনী নাম হইল এইজন্য যেহেতু সরকারী খাজনা আদায়কারী (তহ্‌শিলদার) যখন খাজনা আদায় করেন তখন আদায় করার পরে খাজনা দানকারীকে একটি রশিদ দিয়ে দেন, উহা হইল খাজনা হইতে মুক্তির অঙ্গিকার নামা। আর ঐ লাইলাতুম মুবারাকাহ বা শবে বরাতেও মাগফিরাতের অঙ্গীকার লিখিয়া দেওয়া হয়। তাই এই রাত্রির নাম হইল লাইলাতুছ ছাক্কি বা অঙ্গিকারের রাত্রি। (রুহুল বয়ান ১৩ খণ্ড ২৯৩ পৃঃ দ্রঃ)

كَمَا حُكِيَ اَنَّ عُمَرَبْنَ عَبْدِالْعَزِيْزِ لَمَّا رَفَعَ رَاسَهٗ مِنْ صَلَاتِهٖ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ وَجَدَ رَقْعَةً خَضْرَاءَ قَدْ اِتَّصَلَ نُوْرُهَا بِالسَّمَاءِ الخ

অর্থাৎ বর্ণিত আছে যে, হযরত উমর ইবনে আব্দুল আজিজ (রাঃ) লাইলাতুল বরাতের নফল নামাজ তেকে যখন মাথা উঠাইলেন, তখন তিনি এক সবুজ রঙ্গের

কাগজের টুকরা দেখিতে পাইলেন যাহার আলো আকাশ পর্যন্ত বিকিরণ করতেছিল। উহাতে লিখা ছিল ঃ

هٰذِهِ بَرَاءَةٌ مِنَ الْمَلِكِ الْعَزِيْزِ لِعَبْدِهٖ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ

"ইহা মহা পরাক্রমশালী আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে তাঁহার বান্দা উমর ইবনে আজিজকে দেওয়া মুক্তির সনদপত্র" (তাফছীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড, ৪৪৭ পৃঃ আরবী দ্রঃ)

লাইলাতুল বরাতের আমলের গুরুত্ব সম্পর্কে উল্লেখযোগ্য হাদীসে কারীমাসহ আইম্মাদের আমল ও আক্বিদা।

১। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি ৫টি রাত্রে না ঘুমাইয়া জাগ্রত (থাকিয়া ইবাদতে বন্দেগীতে কাটাইবে) তাঁহার জন্য বেহেস্ত ওয়াজিব বা নির্ধারিত হইয়া যাইবে। রাত্রিগুলো হইল জিল্‌হজ্জ-এর ৮, ৯ ও ১০ তারিখের রাত্রি এবং ঈদুল ফিতরের রাত্রি ও লাইলাতুল বরাতের রাত্রি।

শবে বরাতের নামাজ সম্পর্কে হযরত আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রাঃ) কৃত "এহ্‌ ইয়া উল্‌ উলুম" কিতাবে বর্ণিত আছে যে, ২ রাকাত করিয়া মোট একশত রাকাত নামায পড়া। প্রত্যেক রাকাতে সুরাহ্‌ ফাতিহা পাঠ করার পর সুরাহ্‌ ইখলাছ একশত বার পড়া। ইহা রজব মাসের নামাজের অনুরূপ যাহা স্বয়ং রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে বর্ণিত আছেঃ

كَانَ السَّلفُ يُصَلُّوْنَ هٰذِهِ الصَّلٰوةَ فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ وَيُسَمُّوْنَ صَلٰوةَ الْخَيْرِ وَيَجْمَعُوْنَ فِيْهَا وَرُبَمَا صَلَّوْا جَمَاعَةً- كذا فى تفسير رُوْح الْبَيَانِ

جلد ٨ صفح ٤٤٨

(তাফছীরে রুহুল বয়ান, ৮ম খন্ড ৪৪৮ পৃঃ আরবী দ্রঃ)

"ছালফে ছালেহীন আউলিয়ায়ে কেরামগণ ঐ নামাজ উক্ত রাত্রে পড়িতেন আর ঐ নামাজকে "সালাতুল খায়ের" নাম রাখা হইয়াছিল। আর ঐ লাইলাতুল বরাতে বিশাল জনসমাবেশ হইত। কখনো কখনো ঐ সালাতুল খায়ের জামাআতের সঙ্গেই আউলিয়ায়ে কেরামগণ আদায় করিতেন"। (সুবহানাল্লাহ!)

কোন কোন পথ ভ্রষ্ট ওয়াহবী নিম মুল্লাগণ বলিয়া থাকে যে, শবে বরাতে ইবাদত

করা ভাল কিন্তু জামাআত বেঁধে ইবাদত করিলে নাকি তাহাদের আপত্তি। তাঁহারা ছাল্ফে ছালেহীন তথা আহ্লে ছুন্নাত ওয়াল জামাআত হইতে বাহির হইয়া গিয়াছে এবং গুমরাহ হইয়া গিয়াছে, আবার সাধারণ মানুষকেও গুমরাহ বানাইতেছে। তাই দ্বীনদার মুসলিম মিল্লাতের প্রতি আবেদন ঐ সব পথ ভ্রষ্ট মৌলভীদের পাগ্লামীতে কর্ণপাত না করিয়া জামাআত বদ্ধ হইয়াই লাইলাতুল বরাত পালন করিবেন। কারণ নবীজি ইরশাদ কিরিয়াছেন, يَدُ اللّٰهِ عَلَى الْجَمَاعَةِ অর্থাৎ আল্লাহর রহমতের হাত জামাআতের উপরেই থাকে। বড়ই আফসোস! যখন পথ ভ্রষ্টরা ইহুদী নাসারার আদর্শ লংমার্চ, ইলেকশন ইত্যাদি জামাআত বা দলবদ্ধ ভাবে করিতেছে এবং মিছিল, হরতাল ইত্যাদিও দলবদ্ধ ভাবে করিতেছে তখন তাহাদের ইসলাম নষ্ট হইতেছেনা অথচ পবিত্র শবে বরাতের জামাআত তাঁহারা সহ্য করিতে না পারিয়া নানাহ আবুল তাবুল ফতোওয়া বাজী করিতেছে। তাই সুন্নী মুসলমান তাঁহাদের থেকে সাবধান!

২। হাদিছ শরীফে বর্ণিত আছে যে, নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন যে, শবে বরাতে আল্লাহ সবাইকে ক্ষমা করিয়া দেন কিন্তু যাদুগীর, গনক, বেদাতী, সর্বদা মদ্যপানকারী, মাতা-পিতার নাফরমান এবং সর্বদা জেনায় লিপ্ত লোকদেরকে ক্ষমা করেন না। (খালিছ তওবা করিলে তাহরাও ক্ষমা পাইতে পারে)

তাফছীরে রুহুল বয়ান শরীফে বর্ণিত হইয়াছে যে, ঐ লইলাতুল বরাতে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ পাক শাফাআতের যাবতীয় অধিকার দান করিয়াছেন। কারণ রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানের ১৩ তারিখের রাত্রে আল্লাহর নিকট উম্মতের জন্য মাগ্ফিরাত চাহিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁহার উম্মতদের সর্বমোট এক তৃতীয়াংশকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতঃপর হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম শাবানের ১৪ই তারিখের রাত্রে পুণরায় উম্মতের জন্য গুনাহ মাফ চাহিলেন, তখন আল্লাহ পাক তাঁহার উম্মতের দুই তৃতীয়াংশকে ক্ষমা করিয়া দিলেন। অতঃপর হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁহার উম্মতের জন্য ১৫ই শাবানের রাত্রে অর্থাৎ শবে বরাতের রাত্রে পুণরায় মাগ্ফিরাত চাহিলেন, তখন আল্লাহপাক তাঁহার প্রিয় হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পরিপূর্ণ শাফাআতের অধিকার দান

করিয়া দিলেন। হ্যাঁ কেবল ঐ ব্যক্তির জন্য নহে, যেই ব্যক্তি খোদা তা'আলার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করিয়াছে। (রুহুল বয়ান ৮ম খন্ড ৪৪৮ পৃঃ আরবী দ্রঃ) তবে আফসোস! খোদাদ্রোহী কাফের, মুশরিক, বেদীন আর ওয়াহাবীরা শাফায়াত পাইবেনা।

৩। হযরত শেরে খোদা আলী (রাঃ) বলিয়াছেন যে, রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, তোমরা শাবান মাসের পনের তারিখের রাত্রিতে জাগরিত থাক এবং ১৫ তারিখের দিন রোযা রাখ, কারণ এই রজনীতে স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা মাগরিবের সময় দুনিয়ার আসমানে অবতরণ করনে এবং দুনিয়াবাসীকে উদ্দেশ্য করিয়া বলিতে থকেন, কে আছ ক্ষমা প্রার্থনা কারী, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। কে আছ রিজিক প্রার্থী, আমি তাহাকে রিজিক দান করিব, কে আছ বিপদ থেকে উদ্ধার প্রার্থী, আমি তাঁহার বিপদ দূর করিয়া দিব। এইভাবে আল্লাহপাক ভোর হওয়া পর্যন্ত আহবান করিতে থাকেন।

(ইবনে মাজাহ শরিফ, বায়হাকী শরিফ ও মিশকাত শরীফ, মা-সাবাতা বিস্‌সুন্নাহ ইত্যাদি হাদিস গ্রন্থ দ্রঃ)

৪। হুজুর করীম রাউফুর রাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

اِنَّ اللّٰهَ يَرْحَمُ عُصَاةَ اُمَّتِىْ فِىْ لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ بِعَدَدِ شُعُوْرِ اَغْنَامِ بَنِىْ كِلَابٍ وَّ رَبِيْعٍ وَّمُضَرٍ- روره الترمزى شريف و ابن ماجه شريف و فى فضائل الشهور و الصيام فى اوراد الليالى والايام

অর্থাৎ "নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা শব-এ বরাতের রাত্রিতে আমার পাপী উম্মতকে রহমত বা করুনা প্রদর্শন করেন এবং ক্ষমা করিয়া দেন। আরবের বনি কেলাব, রবি ও মুদার নামক গোত্র তিনটির মেষ্ পালের পশম পরিমাণ সংখ্যার পাপী উম্মতকে ঐ রজনীতে আল্লাহ পাক মাফ করিয়া দেন"। সুবহানাল্লাহ্! বর্ণিত আছে, আরবের ঐ তিনটি গোত্রের মেষ ও ছাগল অধিক ছিল, প্রত্যেক গোত্রের মেষের সংখ্যা বিশ হাজারের কম ছিলনা। সেজন্যই নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ তিনটি গোত্রের নাম বলিয়াছেন, উদ্দেশ্য হইল অধিক সংখ্যা বুঝানো! (তিরমিযি শরীফ, ইবনে মাজা শরীফ, ফাজাইলুশ শুহুর ওয়াছ ছিয়াম দ্রঃ)

৫। হযরত আবু হুরায়ারা রাদিয়াল্লাহু তা'য়ালা আনহু হইতে হাদিস বর্ণিত

আছে যে, নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন-

رَجَبٌ شَهْرُ اللهِ وَشَعْبَانُ شَهْرِىْ وَرَمَضَانُ شَهْرُ اُمَّتِىْ- (غنية الطالبين)

"রজব মাস হইল আল্লাহর মাস, শাবান মাস হইল আমার মাস আর রমজান মাস হইল আমার উম্মতের মাস"। অর্থাৎ রজব মাস হইল খোদার কুদরতী মাস, শাবান মাস নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাধনা বা ইবাদতের মাস। আর মাহে রমজান হইল উম্মতের মুক্তির মাস। (গাওসুল আযম হযরত আব্দুল কাদের জিলানী (রাঃ) প্রণিত গ্রন্থ গুনিয়াতুত তালেবীন দ্রঃ)

৬। তাফছীরে সাভীতে সুরাহ দুখান এর বর্ণনায় উল্লেখ আছে যে,

اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَعْطٰى رَسُوْلَهٗ فِىْ تِلْكَ اللَّيْلَةِ تَمَامَ الشَّفَاعَةِ فِىْ اُمَّتِهٖ- وَذَالِكَ اَنَّهٗ سَأَلَ لَيْلَةَ الثَّالِثِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ فِىْ اُمَّتِهٖ فَاَعْطٰى الثُّلُثَ مِنْهَا - ثُمَّ سَأَلَ لَيْلَةَ الرَّابِعِ عَشَرَفَاَعْطٰى الثُّلُثَيْنِ ثُمَّ سَأَلَ اَلْخَامِسِ عَشَرَ فَاَعْطٰى الْجَمِيْعَ-

নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা তঁহার প্রিয় রাসুল সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লামকে লাইলাতুল বরাতে শাফায়াতের পূর্ণ অধিকর দান করিয়াছেন এই ভাবে, যখন ১৩ তারিখের রাত্রে উম্মতের জন্য শাফায়াতের অধিকার প্রার্থনা করিলেন, তখন আল্লাহ তা'আলা এক তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফায়াত মঞ্জুর করিলেন, অতঃপুর ১৪ তারিখের রাত্রে যখন শাফায়াতের অধিকার প্রার্থনা করিলেন, তখন আল্লাহ পাক দুই তৃতীয়াংশ উম্মতের জন্য শাফায়াতের অধিকার নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদান করিলেন। অতঃপর ১৫ই শাবানের রাত্রে (শবে বরাতে) যখন আবার উম্মতের জন্য শাফায়াতের অধিকার প্রার্থনা করিলেন, তখন আল্লাহপাক তাঁহার হাবিব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে শাফায়াতের পূর্ণ অধিকার করিয়া দিলেন"। (কিন্তু আফসোস! খোদাদ্রোহীরা শাফায়াত পাইবেনা।)

৭। হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

اِذَا كَانَ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يَنْزِلُ اِلَى السَّمَاءِ مُنَادٍ يُنَادِىْ هَلْ

مِن مُّسْتَغْفِرٍ فَاغْفِرَ لَهُ هَلْ مِنْ سَائِلَ فَاعْطِيتَهُ فَلاَ يَسْئَلُ اَحَدٌ اِلاَّ اَعطٰى اِلاَّ زَانِيَة لِفَرجِهَا اَوْ مُشْرِكًا رواه البيهقى-

"নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রে অর্থাৎ শব-এ বরাতের রাত্রে একজন ফেরেস্তা প্রথম আসমানে অবতরণ করিয়া ঘোষণা করিতে থাকেন, তোমাদের মধ্যে কেহ আছে কি গুনাহ মাফ করাইবার? মাফ চাইলেই অদ্য মাফ করা হইবে। আছ কি কোন আবেদনকারী? যে আবেদনই করিবে তাহা প্রদান কার হইবে। কিন্তু জিনা কারিনী ও মুশরিককে এই রাত্রেও (তওবা ব্যতিত) মাফ করা হইবে না। (বায়হাকী শরীফ)

৮। উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা সিদ্দিকাহ (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন যে, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলিতে শুনিয়াছি যে, আল্লাহ পাক ৪টি রাত্রে বান্দার জন্য নেকীর দরজা উম্মুক্ত করিয়া দেন। আর তাহা হইল দুই ঈদের দুই রাত, শাবানের মধ্যবর্তী রাত (অর্থাৎ শব-এ বরাত) এবং (৯ই জিলহজ্জ) আরাফাতের রাত ফজরের আযান পর্যন্ত। অন্য রাওয়ায়েতে আছে জুমআর রাতও ইহার মধ্যে শামিল আছে। (গাউসুল আযম হযরত বড় পীর (রাঃ) প্রণিত গুনিয়াতুত ত্বালেবীন ২৭৪ পৃঃ দ্রঃ)

৯। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে-

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالىٰ عَنْهَا قَالَتْ فَقَدْتُّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم لَيْلَةً فَاذَا بِالْبُقِيْعِ فَقَالَ اَكُنْتِ تَخَافِيْنَ اَن يَّحِيْفَ اللّٰهُ عَلَيْكِ وَرَسُوْلُهٗ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّى ظَنَنْتُ اَنَّكَ اَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالىٰ يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ اِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ الْاَكْثَرَ اُمَّتِى مِنْ عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ بَنِى كِلْبٍ رواه الترمزى وابن ما جه وزاد رزين ممن استحق النار وقال الترمزى سمعت محمدا يعنى البخارى يضعف هذا الحديث-

"উম্মুল মুমিনীন আম্মাজান হযরত আয়েশা (রাঃ) হইতে বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, আমি এক রাত্রে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার বিছানায় না পাইয়া অনুসন্ধান করিতে গিয়া দেখিতে পাইলাম, তিনি জান্নাতুল বাকি নামক কবরস্থানে অবস্থান করিতেছেন এবং দোয়া মুনাজাতে মশগুল রহিয়াছেন। আমাকে দেখিয়া তিনি ইরশাদ করিলেন- হে আয়েশা! তুমি কি ধারণ করিয়াছ যে, আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তোমার প্রতি অন্যায় বা অনিয়ম করিয়াছেন? তখন আমি আরজ করিলাম ইয়া রাছুলাল্লাহ! আমি ধারণা করিয়াছি হয়ত আপনি আপনার অন্য কোন বিবির ঘরে তশ্‌রিফ নিয়া গিয়াছেন। নবীজি ইরশাদ করিলেন, নিশ্চয় আল্লাহপাক শাবানের ১৫ তারিখের রাত্রে (শব-এ বরাতে) দুনিয়ার আকাশে নেমে আসেন (অর্থাৎ তাঁহার বরকত ও রহমত দান করেন) অতঃপর আল্লাহ্ বণি কলব গোত্রের মেষ পালের পশমের সংখ্যার চাইতেও অধিক সংখ্যক বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দেন।" (তিরমিযি শরিফ, ইবনে মাজা শরিফ দ্রষ্টব্য)

আল্লামা রাযীন এ হাদিস বর্ণনার পর এই অংশটুকু বৃদ্ধি করিয়া হাদিস রুপেই বর্ণনা করিয়াছেন যে, যেই সকল বান্দা জাহান্নামের উপযুক্ত হইয়া গিয়াছে, এমন সব লোকদেরকেও আল্লাহ তা'আলা ঐ রাত্রে ক্ষমা করিয়া দিবেন। ইমাম তিরমিজি বলিয়াছেন, ইমাম বুখারী হইতে শুনিয়াছি এই হাদিছ খানা জায়িফ বা দুর্বল।

বিশেষ দ্রষ্টব্য ঃ আমল করার জন্য জায়িফ হাদিছ এর ওপর নির্ভর করিয়া আমল করা জায়েজ। হাদিসের ইমাম মুজতাহিদগণ এ বিষয়ে লিখিয়াছেন-

وَيَجُوْزُ الْعَمَلُ بِالْخَبِرِ الضَّعِيْفِ অর্থাৎ নেক আমলের ক্ষেত্রে জায়িফ হাদিছ দ্বারা আমল করা জায়েজ। (মিরকাত শরহে মিশকাত ২য় খন্ড ১৭৮ পৃঃ দ্রঃ)

১০। অপর একখানা হাদিস শরীফে বর্ণিত আছেঃ

عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ
هَلْ تَدْرِيْنَ مَا فِى هٰذِهِ اللَّيْلَةِ يَعْنِى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ قَالَتْ مَا فِيْهَا
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ فِيْهَا اَنْ يَكْتُبَ كُلَّ مَوْلُوْدٍ مِنْ بَنِى اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ
وَفِيْهَا اَنْ يَكْتُبَ كُلَّ هَالِكٍ مِن بَنِى اٰدَمَ فِىْ هٰذِهِ السَّنَةِ وَفِيْهَا تَرْفَعُ اَعْمَالَهُمْ

وَفِيْهَا تَنْزِلُ أَرْزَاقُهُمْ الخ كذافى المشكواة شريف و البيهقى-

"হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাঃ) হইতে হাদিস বর্ণিত, তিনি বলিয়াছেন, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে প্রশ্ন করিলেন, ওগো আয়েশা তুমি কি জান এই বরাতের রাত্রিতে কি সংঘটিত হয়? ইহার উত্তরে হযরত আয়েশা (রাঃ) বলিলেন- ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঐ রাত্রিতে কি কি সংঘটিত হয়? হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আগামী বৎসরে কতগুলি মানব সন্তান জন্ম নিবে তাহা এই রাত্রে লিখা হয়। আর কতগুলি মানুষ আগামী বৎসরে মারা যাইবে তাহাও লিখা হয় এই বারাতের রাত্রে। এই শব এ বরাতেই মানুষের রিজিক লিখা হয় এবং এই রাত্রেই মানুষের আমল আল্লাহর কুদরতী দরবারে পেশ্ করা হয়। সংক্ষিপ্ত। (বায়হাকী শরিফ মিশ্কাত শরিফ ১১৫ পৃঃ দ্রঃ)

১১। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন,

ان اَللّٰهَ تَعَالٰى لَيَطَّلِعُ فِىْ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا الْمُشْرِكُ اَوْ مُشَاحِنٌ رواه بن ماجه واحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وفى رواية اِلَّا اِثْنَيْنِ مُشَاحِنٌ وَقَاتِلُ نَفْسٍ-

"নিশ্চয়ই আল্লাহ পাক তাঁহার রাহমাতের তাজাল্লি সৃষ্টি জগতের উপরে শব-এ বরাতের রাত্রে বর্ষণ করেন এবং মুশরিক ও কৃপণ ব্যতিত সকলকে ক্ষমা করেন"। ইবনে মাজা ও মাসনদে আহ্মদ আব্দুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আছ হইতে এই হাদিস খানা রাওয়ায়েত করিয়াছেন। অপর আরেক বর্ণনায় উল্লেখ আছে, দুই ব্যক্তিকে ঐ রাত্রে ক্ষমা করা হইবেনা, কৃপণ ও আত্মহত্যাকারীকে। (গুনিয়াতুত ত্বালেবীন ও মিশকাত শরীফ ১১৫ পৃঃ দ্রঃ)

১২। فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ এই আয়াতে করীমার তাফছীর বা ব্যাখ্যায় রইছুল মুফাচ্ছীরিন হিবরুল উম্মাত্ বা উম্মতের মহা জ্ঞানী (রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রদত্ত উপাদী বা লক্বব) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) বলিয়াছেন,

هِيَ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ يُدَبِّرُ اللّٰهُ تَعَالٰي اَمْرَ لِسَنَةٍ وَيَنْسَخُ
الْاَحْيَاءُ اِلَى الْاَمْوَاتِ-

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাছ (রাঃ) সূরা দুখানের ৪র্থ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন যে, "ঐ মহিমান্বিত মুবারক রাত্র হইল শব-এ বরাত শাবান মাসের ১৫ তারিখের রাত্রি। যেই রাত্রিতে আল্লাহ তা'আলা পূর্ণ বৎসরের যাবতীয় বিষয়াদি নির্ধারণ করেন এবং মানুষের হায়াত ও মউত লিপিবদ্ধ করেন"। (গুনিয়াতুত তালেবী ২৫০ পৃঃ, ফাজাইলুশ শুহুর ওয়াছ ছিয়াম ফি আওরাদিল লাইলি ওয়াল আইয়াম দ্রষ্টব্য)

১৩। পবিত্র হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন।

مَنْ صَامَ يَوْمَ الْخَامِسِ عَشَرَ مِنْ شَعْبَانَ لَمْ تَمَسَّهُ النَّارُ اَبَدًا-

অর্থাৎ "যেই ব্যক্তি শাবান মাসের ১৫ তারিখে রোযা রাখিবে তাঁহাকে দোযোখের অগ্নি স্পর্শ করিতে পারিবে না" সুবহানাল্লাহ!

(ফাজাইলুশ শুহুর ওয়াছ ছিয়াম ২২ পৃঃ দ্রঃ)

১৪। মাহ্‌বুবে খোদা নূরে মুজাচ্ছাম হযরত মোহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াস সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- শবে বরাতের রাত্রে আল্লাহ তা'আলা সমগ্র বিশ্বের যাবতীয় বিষয়াদীর রেজিষ্ট্রার ফেরেশ্‌তাদের হাতে অর্পন করেন। আর কোন কোন মানুষ বিবাহ-শাদী, ছেলে-মেয়ে ইত্যাদির আনন্দে লিপ্ত আছে অথচ এই অবস্থায়ই ঐ ব্যক্তিদের নাম মৃত ব্যক্তিদের তালিকাভূক্ত হইয়া গিয়াছে। হযরত আয়েশা সিদ্দীকা (রাঃ) সূত্রে হাদিসে আরও বর্ণিত আছে যে, রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন- নিশ্চয় শাবানের পঞ্চদশ রাত্রিতে অর্থাৎ শব-এ বরাতে আল্লাহ পাক তাঁহার বিশেষ তাজাল্লী সৃষ্টি জগতের উপরে আরোপ করেন এবং আরব দেশের বনি কেলাব গোত্রের মেষ্ সমূহের পশমের চাইতে ও বেশী সংখ্যক আমার পাপী উম্মতকে ঐ রাত্রে ক্ষমা করিয়া দেন। (তিরমিযি শরীফ ও ইবনে মাজা শরীফ দ্রঃ)

১৫। হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, যেই ব্যক্তি শাবান মাসের ১৪ তারিখ সূর্য ডুবার সময় অর্থাৎ শব-এ বরাতকে সামনে রাখিয়া-

لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْمِ -

চল্লিশ বার এবং দুরুদ শরীফ একশত বার পাঠ করিবে আল্লাহ পাক তাঁহার চল্লিশ বৎসরের গুনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন এবং চল্লিশ জন বেহেস্তী হুর তাঁহাকে পরকালে দান করিবেন। (মিফ্‌তাহুল জেনান দ্রষ্টব্য)

হযরত আয়েশা (রাঃ) আরও বলিয়াছেন, রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে জিজ্ঞেস করিলেন, হে আয়েশা! তুমি কি বলিতে পার আজ কোন রাত? আমি বলিলাম, আল্লাহ ও তাঁহার রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামই ভাল জানেন। তখন হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন- আজ শাবান মাসের মধ্যবর্তী ১৫ তারিখের রাত। এই রাতেই মুমিনদের কার্যাবলী আল্লাহর দরবারে নিয়া যাওয়া হয়। এই রাতে আল্লাহ তাঁহার বান্দাগণকে জাহান্নামের আযাব হইতে মুক্তি প্রদান করেন। নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আজ কি তুমি আমাকে ইবাদত করিবার অনুমতি দিবে? হযরত আয়শা (রাঃ) বলিলেন- জি হ্যাঁ। অতঃপর হুজুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সুরাহ ফাতিহার পর ছোট একটি সুরা দিয়া এক রাকাআত নামাজ পড়িয়া সিজদায় যাইয়া অর্ধেক রাত অতিবাহিত করিয়া দিলেন। দ্বিতীয় রাকাআতও সংক্ষেপে আদায় করিয়া বাকী অর্ধরাত সিজদায় পড়িয়া কাটাইয়া দিলেন। তিনি এমন ভাবে সিজদায় পড়িয়া রহিলেন যে, আমার মনে হইল যেন আল্লাহ তাঁহার পবিত্র রুহু মোবারক কবজ করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া আমি স্থির থাকিতে পারিলাম না। আমি উঠিয়া গিয়া তাঁহার পায়ে হাত দিলাম ইহাতে তিনি একটু নড়িয়া উঠিলেন। তখন তিনি সিজদায় এই দোয়া পাঠ করিতেছিলেন ঃ

اَعُوْذُ بِعَفْوِكَ مِنْ عِقَابِكَ وَاَعُوْذُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِكَ وَاَعُوْذُبِكَ مِنْكَ
جَلَّ ثَنَاؤُكَ لَا اُحْصِى ثَنَاءً عَلَيْكَ اَنْتَ كَمَا اَثْنَيْتَ عَلٰى نَفْسِكَ-

আমি বলিলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আপনি রাতে সিজদায় যেই দোয়া পড়িয়াছেন আমি তাহা শুনিয়াছি ইহার পূর্বে আর কখনো শুনি নাই। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলিলেন, আমি যাহা পড়িয়াছি তুমি উহা শিখিয়া রাখ এবং অন্যকেও শিখাইয়া দাও। সিজদায় উহা পড়ার জন্য হযরত জিব্রাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন।

(গুনিয়াতুত ত্বালেবিন, ২৭৪ পৃঃ দ্রঃ)

১৬। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শব-এ বরাতের রাতে আমার উপর একশত বার দুরুদ শরীফ পড়িবে এবং ঐ দিনেও (১৫ শাবানের দিনে) একশত বার দুরুদ শরীফ পাঠ করিবে আল্লাহ

ঐ ব্যক্তির উপরে জাহান্নাম হারাম করিয়া দিবেন এবং তাঁহাকে বেহেশ্তে প্রবেশ করাইবেন।

১৭। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি শাবান মাসে আমার উপরে তিন হাজার বার দুরুদ শরীফ পাঠ করিবে হাশরের দিনে ঐ ব্যক্তির জন্য আমার শাফায়াত করা ওয়াজিব হইয়া যাইবে।

১৮। নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ইবাদত বন্দেগীর নিয়তে শবে বরাতে গোসল করিবে, (এই গোসল মুস্তাহাব) তাঁহার এই গোসলের প্রতিটি পানির ফোটার বদলে সাত শত রাকাআত নফল নামাজের সওয়ার প্রদান করা হইবে।
(ফাজাইলুশ শুহুর ওয়াছ ছিয়াম ২১ পৃঃ থেকে ২২ পৃঃ দ্রঃ)

১৯। মুসলিম জগতের অন্যতম দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তাঁহার মুকাশাফাতুল কুলুব নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন যে, সমগ্র দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য যেমন বৎসরে দুইট ঈদ রহিয়াছে- ঈদুল আযহা ও ঈদুল ফিতর। তেমনি আকাশের অগণিত ফেরেশ্তাদের জন্যও দুটি ঈদের রাত্র আছে, আর তাহা হইল- লাইলাতুল ক্বদর ও লাইলাতুল বরাত। এই জন্যই শব-এ বরাতকে ঈদুল মালাইকা বা ফেরেশ্তাগণের ঈদ নাম দেওয়া হইয়াছে।
(মুকাশাফাতুল কুলুব ৩৫৩ পৃঃ, ২য় খন্ড দ্রঃ)

২০। আল্লামা ইমাম গাজ্জালী তাঁহার মুকাশাফাতুল কুলুবে লিখিয়াছেন, ইমাম সুবকী (রঃ) তদীয় তাফছীর গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন যে, শবে বরাতে ইবাদত করার ওসীলায় সারা বছরের গুনাহসমূহ মাফ হয়, আর জুমআর রাতে ইবাদতের উছিলায় সপ্তাহের গুনাহসমূহ মাফ হয়। আর শবে ক্বদরের রাত্রে ইবাদত করিলে সারা জীবনের গুনাহসমূহ মাফ হয়। অনুরূপ এই রাত্রিকে হায়াত বা জীবনের রাত্রিও বলা হয়। ইমাম মুনযিরি (রঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হইতে হাদিস বর্ণনা করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি দুই ঈদের দুই রাত্রি এবং অর্ধ শাবানের রাত্রি অর্থাৎ শব-এ বরাতে জাগিয়া ইবাদত করিবে তাঁহার অন্তর সেই দিনও (কিয়ামতের দিন) মরিবে না। সেই দিনটি অন্তর সমূহের মৃত্যুর দিন হইবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব ২য় খন্ড, ৩৫৩ পৃঃ দ্রঃ)

২১। হযরতুল আল্লামা ইমাম গাজ্জালী (রঃ) তদীয় মুকাশাফাতুল কুলুব নামক গ্রন্থে আরও উল্লেখ করিয়াছেন যে, শব-এ বরাতের রাতকে মাগফিরাতের রাত্রিও বলা হয়।

২২। ইমাম আহ্‌মদ (রঃ) রেওয়ায়াত করিয়াছেন, হুযুর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ তা'আলা অর্ধ শাবানের রাত্রিতে বান্দাদের প্রতি বিশেষ করুণা দৃষ্টি করেন এবং দুই শ্রেণীর লোক ব্যতীত সকলকে মাগফিরাত করিয়া দেন, এক মুশরিক আর দ্বিতীয় হইল হিংসুক।
(মুকাশাফাতুল কুলুব ২য় খন্ড, ৩৫৪ পৃঃ দ্রঃ)

২৩। হযরত ইমাম গাজ্জালী (রঃ) উপরোক্ত কিতাবে আরও বর্ণনা করিয়াছেন, অর্ধ শাবানের এই রাত্রিকে কিসমত ও তকদীরের রাত্রিও বলা হয়। হযরত আতা ইবনে ইয়াসার (রঃ) বর্ণনা করিয়াছেন, এক শা'বান হইতে পরবর্তী শা'বান পর্যন্ত যাঁহারা মারা যাইবে তাঁহাদের কেউ কেউ ক্ষেতে খামারে কাজ করিতে থাকে, তাঁহাদের নামের লিখিত তালিকা এই রাত্রিতে মালাকুত মউত ফেরেস্তার নিকট হস্তান্তর করা হয। অথচ এই মুহূর্তে তাঁহাদের কেউ কেউ ক্ষেতে খামারে কাজ করিতে থাকে, কেউ কেউ বিবাহ করিয়া থাকে, কেউ কেউ অট্টালিকা তৈরীতে মত্ত্ব থাকে, এই দিকে মালাকুল মউত অপেক্ষায় থাকে যে, আল্লাহর হুকুম হইলে তাৎক্ষণিক তাঁহার জান কবজ করিয়া নিবে। (মুকাশাফাতুল কুলুব ২য় খন্ড, ৩৫৬ পৃঃ দ্রঃ)

২৪। হযরত আয়াশা ছিদ্দীকা (রাঃ) হইতে হাদিস বর্ণিত আছে, তিনি বলিয়াছেন, আমি নবী পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইরশাদ করিতে শুনিয়াছি- চার রাতে আল্লাহ সকল বান্দার জন্য নেকীর দরজা উন্মুক্ত করিয়া দেন। দুই ঈদের দুই রাত, শাবানের মধ্যবর্তী রাত এবং আরাফাতের রাতের ফজরের আযান। পর্যন্ত। অন্য আরেক বর্ণনায় আছে জুমআর রাতও ইহার মধ্যে শামিল। (গুনিয়াতুত তালেবীন ২৭৪ পৃঃ দ্রঃ)

২৫। অনুরূপ হাদিস শরীফে বর্ণিত আছে, হযরত আবু মুছা আশয়ারী (রঃ) বলিয়াছেন -

عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لَيُطَّلِعُ فِى لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيْعِ خَلْقِهٖ اِلَّا الْمُشْرِكِ اَوْ مُشَاحِنٍ رواه ابن ماجه ورواه احمد عن عبد الله بن عمروابن العاص وفى رواية اِلَّا اِثْنَيْنِ مُشَاحِنٌ وَ قَاتِلُ نَفْسٍ-

অর্থাৎ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক মধ্য শাবানের রাত্রিতে (শব-এ বরাতের রাত্রিতে) রহমতের তাজাল্লী

ফরমান এবং সকল বান্দা-বান্দীকে মাগফিরাত করেন। কিন্তু আল্লাহ পাক ঐ রাত্রিতে হিংসুক ও মুশরিককে মাফ করেন না। ইবনে মাজাহ, ইমাম আহমদ আব্দুল্লাহ বিন আমর বিন আস থেকে বর্ণনা করিয়াছেন। অপর এক বর্ণনায় রহিয়াছে- কিন্তু মুশরিক এবং আত্মহত্যাকারীকে ক্ষমা করেন না। (মিশ্কাত ১১৫ পৃঃ দ্রঃ)

আল্লামা শেখ আব্দুল হক্ব মুহাদ্দিছে দেহলভী (রাঃ) মাশাহিন শব্দের ব্যাখ্যায় বর্ণনা করিয়াছেন,

اَلْمُشَاحِنَ الْمَذْكُوْرُ فِىْ الْحَدِيْثِ صَاحِبُ الْبِدْعَةِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ-

হাদিছ শরীফে উল্লেখিত (মাশাহিন) مشاحن এর অর্থ হইল বেদাতীগণ, যাহারা আহ্‌লুস্ সুন্নাত ওয়াল জামাতের অন্তর্ভূক্ত নহে। অর্থাৎ বাহাত্তর দলের খারিজী, শিয়া, কাদিয়ানী ইত্যাদি বাতিল আক্বিদার অনুসারীগণকে আল্লাহ শব-এ বরাতের রাত্রে ক্ষমা করিবেন না। (মা'ছাবাতা বিস্‌সুন্নাহ)

২৬। পীরানে পীর গাউসুল আযম, মাহবুবে ছুবহানী, অলি কূল শীরমণি শেখ সৈয়দ মহিউদ্দীন আব্দুল ক্বাদের জিলানী (রাঃ) তাঁহার লিখিত গুনিয়াতু ত্বালেবীন নামক কিতাবে বর্ণনা করিয়াছেন, হাবিবে খোদা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন- শা'বানের মধ্যবর্তী রাত্রে (শব-এ বরাতে) হযরত জিব্রাঈল আলাইহিস সালাম আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে মুহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আজ আপনার মাথা মুবারক আকাশের দিকে উত্তোলন করুন। কেননা, আজকের রাত্র হইল বরকতময়, তখন আমি বলিলাম কি রকম বরকতময়? উত্তরে হযরত জিব্রাইল (আঃ) বলিলেন যে, আল্লাহ তা'আলা এই রাত্রে তিনশত রহমতের দরজা খুলিয়া রাখেন এবং মুশরিক, যাদুকর, গনক, মদ্যপানকারী, ব্যভীচারী এবং সুদখোর ব্যতীত সকলকেই আল্লাহ ক্ষমা বা মাগফিরাত করিয়া থাকেন তাঁহারা খালেছ তওবা করিলে অবশ্য আল্লাহ পাক তাঁহাদেরকেও ক্ষমা করিয়া দিবেন।

রাত্রের চার ভাগ অতিবাহিত হওয়ার পরে হযরত জিব্রাঈল (আঃ) পূণরায় আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ! সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আপনি মাথা মুবারক উত্তোলন করুন। তখন আবার আমি মাথা আকাশের দিকে উঠাইয়া দেখিলাম বেহেশ্‌তের সকল দরজা খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন- আজ রাতে যিনি রুকু করিবেন তাঁহার জন্য শুভ সংবাদ।

দ্বিতীয় দরজায় একজন ফেরেশ্‌তা দাঁড়িয়ে বলিতেছেন, আজ রাতে যিনি

সিজদাহ্ করিবেন তাঁহার জন্য শুভ-সংবাদ।

তৃতীয় দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন, আজ রাতে যিনি যিকির করিবেন তাঁহার জন্য শুভ-সংবাদ।

চতুর্থ দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন, আজ রাতে যিনি আল্লাহর ভয়ে কাঁদিবেন তাহার জন্য শুভ-সংবাদ।

পঞ্চম দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন, আজ রাতে যিনি তাছবিহ্ তাহলিল পাঠ করিবেন তাঁহার জন্য শুভ-সংবাদ।

ষষ্ঠ দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন, আজ রাতে সমস্ত মুমিন মুসলমানের জন্যই শুভ সংবাদ।

সপ্তম দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন- যদি কোন প্রার্থনাকারী থাক, তবে অদ্য রাতে প্রার্থনা কর, কবুল করা হইবে।

অষ্টম দরজায় দাঁড়িয়ে একজন ফেরেশ্‌তা বলিতেছেন- কোন ক্ষমা প্রার্থনাকারী থাকিলে আজ রাতে ক্ষমা প্রার্থনা কর; ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিলেন, আমি তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) কে জিজ্ঞাস করিলাম- কতক্ষণ পর্যন্ত ঐ সমস্ত দরজাগুলো খোলা থাকিবে?

তখন হযরত জিব্রাইল (আঃ) জবাবে বলিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! ঐ সকল দরজা (শবে বরাতের) ছুবহে ছাদিক (ভোর) পর্যন্ত খোলা থাকিবে।

হযরত জিব্রাইল (আঃ) আরও বলিলেন, হে রাসুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আজ রাতে বণি কাল্‌বের ছাগল পালের পশম পরিমাণ অগণিত বান্দাকে আল্লাহ্ পাক নাজাত করিয়া দিবেন। (গুনিয়াতুত্ ত্বালেবীন দ্রষ্টব্য)

আল্লাহ্ পাক সকল মুমিন বান্দা-বান্দীকে পবিত্র শবে বরাত রাত্রে বেশী বেশী বন্দেগী করিয়া উক্ত রাত্রের অসীম রহমত, বরকত ও মাগফিরাত নছীব করুন।

আমীন, বেহুরমাতে সায়্যিদিল মুরসালিন।

লাইলাতুল বরাতের নফল নামাযের দু'একটি নিয়ম ঃ

লাইলাতুল বরাতের নফল নামায সম্পর্কে হুযুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন ঃ

১। প্রথমে ইবাদতের নিয়তে ঐ রাত্রে গোসল করিয়া নিবে। বাদ মাগরিব গোসল করা মুস্তাহাব, নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, যেই ব্যক্তি ইবাদতের নিয়তে শবে বরাতে বাদ মাগরিব গোসল করিবে তাঁহার প্রতিটি পানির ফোঁটার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা সাত শত রাকাআত নফল নামাযের নেকী দান করিবেন। সুবহানাল্লাহ!

২। অতঃপর দু'রাকাত "তাহ্য়িয়াতুল ওযু" নামায আদায় করিবে, প্রতি রাকাআতে আল্হামদু পড়ার পরে আয়াতুল কুরছি একবার এবং সূরাহ্ ইখ্লাছ তিনবার পড়িবে।

৩। অতঃপর আট রাকাআত নফল নামায লাইলাতুল বারাতি বলিয়া নিয়ত করিয়া দুই রাকাআত করিয়া পড়িবে। প্রত্যেক রাকাআতেই সূরাহ ইখ্লাছ (কুলহুআল্লাহ) ২৫ বার পড়িবে। নবীজি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেন, এই নিয়মে লাইলাতুল বরাতে আট রাকাআত নামায পাঠকারীর যাবতীয় গুনাহ্ আল্লাহ মাফ করিয়া দিবেন। (অন্য কোন বান্দার পাওনা ব্যতীত, কারণ বান্দার পাওনা মাফ হইবেনা, আর গুনাহে করিবার জন্য তওবা শর্ত)। অতঃপর সদ্য ভূমিষ্ট সন্তানের মতই ঐ ব্যক্তি নিষ্পাপ পবিত্র হইয়া যাইবে। (ফাজাইলুশ্ শুহুর ওয়াছ ছিয়াম ২১ পৃঃ দ্রঃ)

৪। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি শবে বরাতের রাত্রে চার রাকাআত নফল নামায পড়িবে, (প্রত্যেক রাকাআতেই আল্হামদু পড়ার পরে সূরাহ্ ইখ্লাছ ৫০ বার পড়িবে) এবং ১৫ তারিখের নফল রোযা রাখিবে আল্লাহ পাক তাঁহার জীবনের ৫০ বৎসরের গুনাহ্সমূহ ক্ষমা করিয়া দিবেন।

৫। হুজুর পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফরমাইয়াছেন, যেই ব্যক্তি শবে বরাতের রাত্রে এক শত রাকাআত নফল নামায আদায় করিবে, (প্রত্যেক রাকাতেই আল্হামদু পাঠ করার পরে সূরাহ্ ইখ্লাছ দশবার করিয়া পড়িবে) সেই ব্যক্তি যাবতীয় গুনাহ হইতে পবিত্র হইয়া যাইবে এবং তাঁহার একশত (নেক) উদ্দেশ্য পূর্ণ করা হইবে এবং তাঁহার জন্য জান্নাত নির্ধারিত ও জাহান্নাম হারাম হইয়া যাইবে। সুবহানাল্লাহ! (ফাজাইলুশ শুহুর- ২১ পৃঃ দ্রঃ)

৬। হযরত শেখ্ আবুল কাশেম ছাফ্ফার (রাঃ) হইতে বর্ণিত আছে যে, একবার স্বপ্নে হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতিমা (রাঃ) কে দেখিয়া তিন আরজ করিলেন- ওগো

নবী নন্দিনী হযরত খাতুনে জান্নাত! আপনার রুহের জন্য কোন জিনিস বখ্শে দিলে আপনি খুশি হইবেন?

জবাবে হযরত ফাতিমা (রাঃ) বলিলেন, "আমি শাবান মাসের মধ্যে আট রাকাআত নামায ভালবাসি, আর উহার নিয়ম হইল - এক সালামে চার বৈঠকে আট রাকাআত নামায পড়িতে হইবে। প্রত্যেক রাকাআতেই সূরাহ্ ফাতিহার পরে ১১ বার করিয়া সূরাহ্ ইখ্লাছ পাঠ করিবে এবং সালাম ফিরাইয়া সেই ব্যক্তি আমার রুহের জন্য উক্ত নামাযের সওয়াব বখ্শিয়া দিবে। ওহে আবুল কাশিম!

আমি ঐ ব্যক্তিকে সুপারিশ করিয়া যতক্ষণ পর্যন্ত বেহেস্তী না করিব, খোদার কসম আমি আল্লাহর বেহেস্তে কদম রাখিবনা"। (ঐ আট রাকাআত নামায শাবান মাসের যে কোন তারিখে পড়া যায়। তবে কিতাবে লিখিয়াছেন, শাবান মাসের প্রথমেই পড়া উত্তম।)

(বিঃ দ্রঃ যাহারা উপরোক্ত নিয়মে নামায আদায়ে একেবারেই অপারগ তাঁহারা সূরাহ্ ফাতিহার পর তিন বার কুল্হু আল্লাহ সূরাহ্ পাঠ করিয়া যত রাকাআত ইচ্ছা পড়িতে পারিবেন। নফল নামাযের জন্য কোন পদ্ধতি নির্দিষ্ট বা জরুরী নহে)

আর পবিত্র কুরআন তিলওয়াত হইল, সব চাইতে উত্তম ইবাদত যেহেতু হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করিয়াছেনঃ

اَفْضَلُ الْعِبَادَاتِ تِلَاوَاتِ الْقُرْاٰنِ -

অর্থাৎ সর্বোত্তম ইবাদত হইল কুরআন শরীফ তিলাওয়াত করা। তাহা ছাড়া ঐ রাত্রে দুরুদ শরীফ পাঠ করার ফজিলত অত্র কিতাবে পূবেই বর্ণিত হইয়াছে। আল্লাহ পাক সুবানাহু তা'য়ালা তাঁহার হাবিবের উসিলায় সকলকে বেশী বেশী আমল করার তাওফিক দিন। আমীন । সুম্মা আমীন।

وَمَا تَوْفِيْقِىْ اِلَّا بِاللّٰهِ الْعَلِىِّ الْعَظِيْمِ -

নফল নামাযের নিয়ত ঃ

নাওয়াইতু আন্ উসাল্লিয়া লিল্লাহি তা'য়ালা রাকাতাই সালাতিল লাইলাতুল বারাতি নাফ্লি, মোতাওয়াজ্জিহান ইলা জিহাতিল কাবাতিশ শারীফাতি আল্লাহু আকবার।

নফল রোযার নিয়তঃ

নাওয়াইতু আন্ আসুম্মা গাদাম মিনাল বারাতি নাফলি। ফাতাকাব্বাল মিন্নী ইন্নাকা আন্তাস সামিউল আলিম।

SALUTATION FOR PROPHET MUHAMMAD

(Sallallahu Alaihe Wasallam)

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَ عَلٰى اٰلِهٖ وَ اَصْحَابِهٖ وَسَلِّمْ ۔

ALLAH HUMMA SALLI-ALA-SYIDINA MUHAMMAD
WA-ALA-ALIHI-WA-ASHA-BIHI-WASALLIM

Meaning : O Lord! send Your blessings and peace upon Muhammad. (Sallallahu Alaihe Wasallam) our Master and on his progeny and his companions.

AS SALATU WAS SALAMU ALYKA

* YA Nabbi-Allah
* YA Habib-Allah
* YA Khalil-Allah
* YA Khaira-Khalqillah
* YA Ima-mal-Muttakin
* YA Khataman-Nabbi-Ean
* YA Sayyedal Awwaleen
* YA Shafi-Al Ummah
* YA Basiru
* YA Ima-Mal Haramain
* YA Saahibal-Quibla-tain
* YA Nabbi-At-Tawbah
* YA Mukhtaru
* YA Muhammadu
* YA Rasul-Allah
* YA Saffi-Allah
* YA Najee-Allah
* YA Sayyedal-Mur-Saleen
* YA Rasula Rabbil-Ala-Meen
* YA Shafial-Mujni-Been
* YA Sayyedal Aakhe-Reen
* YA Sahhi-Bal Makka-Mil-Mahmoodah
* YA Najeeru
* YA Rasulas Sakalain
* YA Jaddal-Hassan-Wal-Hussain
* YA Nabbi-Ar-Rahmah
* YA Ahmadu
* YA Sirajam Munira

Salawa-Tullahi Wa Malaika- Tihi Wa Rasulihi Wa Ala-Alika-Wa-Ashabika Wa Rahmatullahi Wa Baraka-Tuhu.

(Tafsire-Ruhul Baian. Vol.. 7. Page 235)

* The Holy Prophet (Sallallahu Alaihe Wasallam) said : All Those who listen to me shall pass on my words to others, and those to others again. (Al-Hadith)

লিখক পরিচিতি

নাম ঃ– আবু তাইয়্যিব মোহাম্মদ নুর উদ্দিন জংগী

পিতা ঃ- মরহুম মোহাম্মদ সোয়াব উল্লাহ্ তালুকদার

মাতা ঃ- মুহতারামা আলহাজ্ব আমিনা খাতুন ওরফে মরিয়ম বিবি

জন্ম ঃ ২ রা জানুয়ারী, বৃহস্পতিবার- ১৯৬১ খ্রিঃ, গ্রামঃ সোয়াইয়া, পোঃ ও থানাঃ- বাহুবল, জেলাঃ হবিগঞ্জ। পিতামহ মরহুম মোহাম্মদ ইউসুফ উল্লাহ্ সরপঞ্চ সাহেব ছিলেন একজন অত্যন্ত আদর্শ সামাজিক বিচারক ও বিখ্যাত সমাজপতি। মাতামহ মাওলানা শরফ আলী ছিলেন একজন দেশ বরেণ্য বুজুর্গ আলেম। লিখকের পূর্ব পূরুষগণ বানিয়াচং থানার অন্তর্গত গুনই নামক প্রাচীন গ্রামস্থ দরগাহ্ বাড়ি হইতে সোয়াইয়া আগমন করিয়া ছিলেন। যিনি প্রথমে গুনই হইতে সোয়াইয়া আগমন করিয়া ছিলেন তাঁহার নাম মরহুম শেখ হাফিজ মাহমুদ। (পৈত্রিক সুত্রে প্রাপ্ত তথ্য)

শিক্ষা জীবন ঃ প্রথমে আপন বিদূষি মাতার নিকট আরবী অক্ষর জ্ঞানসহ ধর্মীয় প্রাথমিক জ্ঞান লাভ করেন। অতঃপর স্থানীয় রাসুলপুর সুন্নিয়া দাখিল মাদ্রাসায় ভর্তি হইয়া অত্যন্ত মেধাবী ছাত্র হিসাবে তিনি উস্তাদবৃন্দের মনজয় করেন। ৬ষ্ঠ শ্রেণীতে অধ্যয়ন কালে বানিয়াচং থানায় অনুষ্ঠিত নাদিয়াতুল কুরআন নামক ক্বেরাত প্রতিযোগিতায় তৎকালীন সমগ্র হবিগঞ্জ মহকুমার মধ্যে প্রথম স্থান অধিকার করেন এবং বৃত্তি ও ক্বেরাতে সনদপ্রাপ্ত হন। ১৯৭২ খ্রীঃ দ্বিমুড়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা হইতে দাখিল চুড়ান্ত পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। অতঃপর আলিম, ফাজিল, কামিল পর্যায়ে হাদিস ও ফিকাহ্ ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতর ডিগ্রি লাভ করেন।

কর্মজীবন ঃ প্রথমে দ্বিমুড়া রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় শিক্ষকতা শুরু করেন। অতঃপর ইকড়ছই সিনিয়র মাদ্রাসায় শিক্ষকতা করেন। পর্যায়ক্রমে চুনারুঘাট দারুল ইসলাম রহমানিয়া ফাজিল মাদ্রাসা ও হলিয়ারপাড়া সিনিয়র মাদ্রাসার প্রিন্সিপালের দায়িত্ব পালন করেন। এতদভিন্ন তিনি ওয়াজ নসিহত ও বহস মুনাজারার মাধ্যমে বাতিল আক্বিদা হইতে সুন্নী মুসলমানদেরকে জাগ্রত ও সচেতন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সকল বিষয়ে তার অবদান সর্বজন স্বীকৃত। বর্তমানে যুক্তরাজ্যস্থ গাউছিয়া একাডেমীর প্রিন্সিপাল হিসাবে দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছেন। যুক্তরাজ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের উন্নতিকল্পে তিনি নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছেন।

একই সাথে তিনি আহলে সুন্নাহ্ ইসলামী ফাউন্ডেশন-ওল্ডহাম, ইসলামী সোসাইটি অফ আহ্‌লুস সুন্নাহ্-লেষ্টার, আহলুস সুন্নাহ্ ইসলামী সোসাইটি-লাফভরা, আহলূস সুন্নাহ্ ইসলামী ফাউন্ডেশন-বার্মিংহাম, আহলূস সুন্নাহ্ ইসলামী ফাউন্ডেশন-ব্রাইটন, ইউ কে, ইত্যাদি সুন্নী সংগঠন সমূহের প্রধান উপদেষ্টা হিসেবে যুক্তরাজ্যে সুন্নীয়ত প্রতিষ্ঠার কাজে নিয়োজিত আছেন। বর্তমানে যুক্তরাজ্যের পোষ মাউথ শহরে হযরত শাহ মোস্তফা (রঃ) সুন্নী একাডেমী প্রতিষ্ঠার জন্য অক্লান্ত চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

তাহার নিজ গ্রাম সোয়াইয়াতে "গুলজারে মদিনা গাউছিয়া জালালিয়া নুর উদ্দিন জংগী সুন্নী একাডেমী কমপ্লেক্স " প্রতিষ্ঠা করে উহার উন্নতিকল্পে প্রচেষ্ঠা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং এই কাজে সকলের দোয়া ও সহযোগিতা কামনা করছেন। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তার প্রিয় হাবিবের উছিলায় লিখকের সর্ব বিষয়ের প্রচেষ্ঠাকে সফল করুন। আমিন, বেহুরমাতে সাইয়্যিদিল মুরছালিন।

লিখকের অন্যান্য কিতাব

১. কোরআন সুন্নাহের আলোকে মিলাদুন্নবী ﷺ মাহফিল কি ও কেন ?
২. তুহফায়ে লাইলাতুম মুবারাকাহ্।
৩. হাক্বিকতে নুরই মুজাচ্ছাম ﷺ
৪. সত্যের নামে মিথ্যা ধোকা, দলিল প্রমাণে বানাবো বোকা।
৫. না'আতে মুস্তাফা ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ খন্ড।
৬. ইক্বামত বলার সময় দাঁড়ানুর সুন্নাত তরিকা, সুন্নাতের বিরোধী কাজ হতে বিরত থাকুন, শরহে বুখারী মুসলিম সহ ২০ খানা কিতাবের দলিল পড়ুন।
৭. শরিয়তের দৃষ্টিতে উরশ এর হাক্বিকাত ও কিছু কথা।
৮. বিশ্বনবী ﷺ এর অদৃশ্য জ্ঞান (প্রকাশের পথে)।
৯. হায়াতে নবীউল আম্বিয়া (প্রকাশের পথে)।
১০. রাসুলে পাক ﷺ এর মানে কুফুরী উক্তিকারীদেরকে মুমিন হওয়ার আহ্বান (যন্ত্রস্থ)।

ডিজাইন ঃ আল্পনা গ্রাফিক্স, কালীবাড়ী ক্রস রোড, হবিগঞ্জ। মুদ্রণ ঃ প্রাইম অফসেট প্রেস, বা/এ (সওদাগর মসজিদ বিল্ডিং), হবিগঞ্জ। মোবাঃ ০১৭১১-৯২২৫৩১